

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে - - - -

শ্রদ্ধেয় জনাব বাসার সাহেব আপনি আমার লেখা ও শিরোনামকে ভুল ভেবে তার ভুল অর্থ করে নিয়ে ভুল ডিরেকশনে আপনার লেখা চালিয়েছেন। ‘তুমি অধম বলিয়া’ শিরোনামের ‘তুমি’ আপনি ছিলেন না ছিলাম আমরা, যারা আপনাদের মতো আলোকউজ্জল শিক্ষা গ্রহণ করে আলোকিত হতে পারিনি হয়তো (আপনাদের মতানুসারে), যারা ধর্মের চেয়ে মানবতাকে বেশী মূল্য দেই এবং অন্তর থেকে বিশ্বাস করি যার দ্বারা পৃথিবী জুড়ে হানাহানি আর বিভেদ সৃষ্টি হয় তা কিছুতেই মানবকল্যান এর জন্য হতে পারে না। আপনাকে অন্যদের লেখার জোরালো এবং জঙ্গী উত্তর দিতে কেউ মানা করেনি শুধু বিনয়ী একটা অনুরোধ করা হয়েছিল, তাও নিরপেক্ষভাবে। আপনাকে লেখা অনুরোধের কোথাও আপনার বিপক্ষে যারা লিখেন তাদেরকে সর্মথন দেয়া হয় নি কিংবা যাকে নিয়ে আপনার এই প্রবন্ধ ছিল তাকে সর্মথনের কোন শব্দও ছিল না, বরং যা লেখা ছিল তা শুধুই তার বিপক্ষে যায় এবং এই লেখা পড়ে তিনি একটা সৌজন্যমূলক ক্ষমাপত্রও পাঠিয়েছেন যেটা হয়তো ইতিমধ্যে আপনি পড়েও থাকবেন। শিরোনাম থেকে শুরু করে পুরো লেখার উদ্দেশ্যই ছিল যে আমাদের মতো অধম, অভাজনদের যেনো আপনি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন এবং অন্যরা যতো অসুন্দর ভাষাই ব্যবহার করেনা কেনো আপনি যেনো আমাদের জন্য সুন্দর সুন্দর শব্দ ব্যবহার করেন তার অনুরোধ করে। তাদের সাথে আপনার পার্থক্য যেনো রাখেন তারই অনুরোধ ছিল। আপনি লিখেছেন যারা আপনার বা মুহম্মদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায় তাদের কিছু বলি না কথাটাও ভুল লিখেছেন আপনাকে মূর্খ বলার প্রতিবাদ আমার আগের লেখায় ছিল। আপনি মিলিয়ে নিবেন। আপনার সাজেশানুযায়ী আমি ‘আমি অধম বলিয়া’ শিরোনামও দিতে পারতাম, হ্যাঁ হয়তো পারতাম কিন্তু মুক্তমনাদের একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো প্রবাদ-প্রবচন থেকে শুরু করে যেকোন কিছুই হোক, তা তাদের নিজেদের যত বিপক্ষেই যাক তারা সব সময় যেকোন পরিস্থিতিতে সত্যকে সে রূপে আছে সে রূপেই গ্রহণ করে, নিজেদের সুবিধামতো পরিবর্তন করেনা টাইম টু টাইম। যেটা সাধারণত ইশ্বরে বিশ্বাসীরা সদাই করে থাকেন। কোরানের আয়াত থেকে শুরু করে প্রবাদ-প্রবচন সবকিছুই নিজেদের সুবিধামতো রং দিয়ে বদলে নেন, সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পান তারা। আমিও আপনার সাথে কষ্ট মিলিয়ে বলি মিথ্যাচারন জঘন্যতম অপরাধ তবে তা অশ্লীলতার সমানই। আমি মনে করি অশ্লীলতা ও মিথ্যাচারকে সমান ঘৃণা করা উচিত।

‘বাবার চশমায় হাত দেয়া নিষেধ’ আমার এ ধরনের একটা উপমা কোন এক লেখায় ছিল যার সাথে অনেক দূর দূরান্ত পর্যন্ত আপনার কোন সম্পর্ক ছিল না, আপনি স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে, আপনার অন্য একটি লেখায় লিখেছিলেন ‘বাবার চশমায় হাত না দেয়াই ভালো তাহলে হয়তো মাকে - - - দেখা যাবে’ আমার নামের উল্লেখসহ, আপনি হয়ত সেটা ভুলে গেছেন, ভিন্নমতের আগের লিঙ্ক ক্লিক করলে আর ওপেন হয় না বিধায় আপনাকে লিঙ্কটা দিতে পারলাম না। এধরনের অশ্লীল মন্তব্য শুধুমাত্র অনেক ধর্মগ্রন্থ পড়া বিজ্ঞানজনের দ্বারাই করা সম্ভব হয়তো, আমাদের মতো সাধারণ জনগনের পক্ষে নয়। আমি একজনদের মেয়ে আবার অন্যজনের মা, আমার জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে যা শিখিয়েছে তাহলো মায়েরা শুধু মা হয় সতী অসতী হয় না। আপনি আমার লেখার কোন সমালোচনা করেন না কথাটা হয়তো আপনি ভুল লিখেছেন কিংবা অসত্য লিখেছেন, আজ থেকে প্রায় একবছর আগেই আপনি তা করেছেন এবং ভিন্নমতে তা প্রকাশিতও হয়েছে। ভিন্নমতের আগের ডাটাবেজ থাকলে আমি লিঙ্কটা আপনাকে দিয়ে দিতাম। তবে আপনি যে আমার লেখার উপমাকে আপনার নিজের রঞ্জে রাঙ্গিয়ে (ম্যানিপুলেট করে) আপনার লেখায় ব্যবহার করেছেন তা আমি জানতাম না যতক্ষন আমার এক বন্ধু আমাকে ফোন করে এই তথ্যটা দিল। যাদের লেখা আমি স্পেশাল কোন কারণ ছাড়া কখনই খুলি না, যেসব লেখকদেরকে আমি ‘গন কেস’ এর খাতায় রাখি তারমধ্যে আপনার নাম অন্যতম। দূর দূরান্ত পর্যন্ত যাদের আজো বিজ্ঞানের সাথে কোন সম্পর্ক নেই তাদের চৌদ্দশ বছর পুরনো এন্টিক বই হলো সমস্ত বিজ্ঞানের আধার এই কথা যারা প্রচার করেন তারা ‘গন কেস’ ছাড়া আর কি? আপনার লেখা পড়লে ঢাকা থাকাকালীন শুক্রবার শুক্রবার জুম্মার নামাযের আগে করা হুজুরদের ওয়াজের কথা মনে পড়ে যায়। প্রতি শুক্রবারে হুজুররা খুতবা পড়ে থাকেন, মাইকে পড়েন বলে আসে পাশের সব মহিলার ঘর থেকে শুনতে পান, তাদের খুতবার বিষয়বস্তু মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে শুরু করে মেয়েদের ওড়নাতে এসে শেষ হয়। এর বাইরে খুতবার কোন বিষয় থাকে না। মেয়েদের আধুনিক চলাফেরা যে দুনিয়া আর আখিরাতে সমস্ত অনিষ্টের মূল তা বয়ান করেন প্রত্যেক শুক্রবারে।

এমন এমন ভাষায় সেই বয়ান হয় যে হুজুর মাইকে ফুক দেয়া মাত্র বাবা-ভাইরা বাথরুমে ঢুকে যান আর যতক্ষণ খুতবা চলে তৎক্ষণ বাথরুমে থাকেন যাতে বাড়ির মেয়েদের সাথে তাদের সামনা-সামনি না হতে হয় বয়ান চলাকালীন সময়ে। তবে ধর্মের অন্ধ অনুসারীরা এর চেয়ে আর ভালো কি বয়ানই করবেন আর লিখবেন? মানবতা বিরোধী ধর্মগ্রন্থের কথাগুলো শেখাবো শালীনতার মাত্রা? বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে যেসব শালীনতার কথা লেখা আছে সেগুলো ধর্মগ্রন্থের নিজস্ব কোন কথা নয়, এগুলো মানব সভ্যতার কথা, ধর্মগ্রন্থ আসার আগে থেকেই এগুলো জীবনের পথিকৃত হিসেবে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। ধর্মগ্রন্থই শুধু কেনো? অন্য কোন গ্রন্থে কি শালীনতা আর মানবতার কথা নেই? মানব সভ্যতার সমস্ত মাপকাঠি যদি ধর্মগ্রন্থের দ্বারাই একমাত্র নির্ধারিত হতো তাহলে আরব সমাজই হতো সভ্যতার প্রকৃষ্ট উদাহরন এই পৃথিবীতে। আরব সমাজ চৌদ্দশ বছর ধরে এই বই ব্যবহার করছে, তারা সভ্য শালীন??? কাফেরদের দেশেতো আপনার বসবাস তারা অশালীন? আপনার জীবন দর্শন, বুদ্ধি বিবেচনা তাই বলে আপনাকে? নাকি ধর্মগ্রন্থে যা পড়েছেন তার বাইরে আর সত্য নেই? সভ্যতার আধার হলো বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য আর শালীনতা সভ্যতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে। চৈনিক সভ্যতা থেকে মিশরীয় সভ্যতা এই যুক্তিকেই সমর্থন করে। যে জাতি যত বেশী উন্নত সে জাতি ততবেশী সভ্য, ভদ্র, শালীন। জাপানী থেকে একজন ডেনিশ বা একজন নওরোয়ীয়ান এই পৃথিবীতে তাই প্রমান করেছেন। শিক্ষা শুধু মানবজাতিকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই দেয় নি সাথে মানবতা, শালীনতা, সংস্কৃতি ও মাত্রাও দিয়েছে, তা আপনার না জানার কথা নয়।

আরজ আলী মাতুব্বরের ‘সত্যের সন্ধানে’র প্রশ্নগুলোর উত্তর কোন ধর্মগ্রন্থে আছে কি? আমি খুজে পাইনি, তাই আমার মতো অনেকেই হয়তো ধর্মগ্রন্থ পড়ার কোন আকর্ষণ বোধ করে না, এই প্রশ্নগুলো হয়তো আরজ আলী সাহেবের একার নয়, হাজারো কৌতুহলী মনের এই প্রশ্নগুলো। যখন বাংলা কোরান প্রথম পড়লাম, অনুধাবন করার চেষ্টা করলাম কি বলি এগুলো হুজুরের কাছে বসে বসে। এরমধ্যেতো এমন অনেক কথা আছে যেগুলো মুরুব্বীর সামনে উচ্চারণ করাই নিষেধ যাকে বলে, ‘লজ্জার কথা’ অন্তত আমাদের সমাজ ব্যবস্থায়তো বটেই, তখন থেকেই কোরান পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি। আরজ আলী মাতুব্বরের সাহেবের দুখানা যৌক্তিক বইই আমার ধর্ম সম্পর্কে বিদ্যা আর ভেবে রেখেছি এই প্রশ্নের উত্তরগুলো যিনি দিতে পারবেন যে মোলানা অথবা যুক্তিবাদী তাকেই গুরু মানব। তো এই অল্পজ্ঞান নিয়ে আপনার সাথে কিংবা অন্যকারো সাথে মারফতী আলোচনা কি করে করব? আপনার মারফতী আলোচনার পক্ষে বা বিপক্ষেতো আমি কিছুই লিখিনি যে আপনি এতো পয়েন্টসহ বাংলা ব্রড কোয়েশচনের উত্তর লিখলেন আমাকে। আমি শুধু অনুরোধ করেছি এবং এখনও করছি আপনি মুরুব্বী মানুষ আপনি নিজেই বলছেন আমাদের শ্রদ্ধেয়, আপনার পক্ষে যদি সম্ভব হয় ভাষার সৌজন্যতাটুকু বজায় রাখবেন। অনেক কঠিন কথাও অনেক সংযত ভাষায় বলা যায় এটা আপনার নিশ্চয়ই অজানা নয়। মুহম্মদকে নিয়ে কিছু বললে যদি আপনার খুব লাগে তাহলে আপনি বরং তাদের দেব দেবী নিয়ে লিখবেন, শ্রী কৃষ্ণ- কিংবা ইন্দ্র কে নিয়ে অথবা যাকে নিয়ে আপনার ভালো লাগে তাকে নিয়েই লিখেন। আমাদের কাছেতো শ্রী কৃষ্ণ- আর মুহম্মদে বেশী কিছু পার্থক্য নেই কিন্তু কারো বাবা-মা বা পরিবার পর্যন্ত যাবেন না। কেউ চৌদ্দশ বছর পূর্বের কোন মানবের সমালোচনা করলে তার কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করলে আপনিও তাই করুন অন্যের পরিবারকে বাদ দিন। আমার বিশ্বাস নাসিতকদের কোরান- ইমান হলো মানবতা, বিবেক, শালীনতা যেগুলো অনেক বেশী জীবন্ত মানুষদেরকে কেন্দ্র করে থাকে, চৌদ্দশ বছর আগের কোন একখানা বইকে কেন্দ্র করে অবশ্যই নয়। কারো সম্পর্কে অশ্লীল প্রোপাগান্ডা অবশ্যই নিন্দনীয় কিন্তু নিন্দার ভাষা কি হবে? নিন্দার ভাষাতো এমন হওয়া উচিত না যে আর একজনের চোখ বন্ধ করে ফেলতে হয়। নবীর নিজের ৫২ বৎসর বয়সে সাত বছরের বালিকা কে বিয়ে করাও কি অশ্লীল প্রোপাগান্ডা নাকি নির্মম সত্য? আজকাল যে পেপার খুললেই দেখতে পাই চল্লিশ বছরের হুজুরে সাহাবাদাদের দ্বারা সাত / আট বৎসরের কচি বালক / বালিকাদের নির্যাতন করা সেগুলোর ভিত্তি কাকে মনে হয় জানেন? থাক আর লিখলাম না। হুমায়ুন আজাদ সহ বহুজন বহুবার বহু লেখায় এগুলো উল্লেখ করেছেন, আমার মতো ক্ষুদ্র পিপীলিকার এগুলো আর না বললেও চলবে। এধরনের অপকর্ম নাস্তিকদের দ্বারা যে হয় না তা বলবো না কিন্তু আমার প্রশ্ন যে পথ দেখায় এবং পথ দেখানোর দাবী করে সে পথ ভুল করে কি করে? আপনি লিখেছেন আস্তিকরা বাবা-মায়ের চেয়ে ধর্মগ্রন্থকে, নবীকে বেশী সম্মান করে থাকেন, আমরাও তাই বলি সমস্যা তো সেখানেই, বাস্তব জীবন কিংবা জলজ্যান্ত মানুষের চেয়ে মৃত মানুষ কিংবা একখানা বই কি করে বড় হতে পারে? তাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি কোথায় থাকে যারা এগুলোকে বড় মনে করে? সমস্ত সমস্যার মূলেইতো এই বিবেকহীন গোয়ার্তুমি। লোকের দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে আত্মাহুতির ভড়ং ভড়ং খেলা। খোদ ইসলামের জন্মদাতা, ধারক - বাহকরা পয়সা, ক্ষমতার লোভে যুদ্ধ করে করে মরল আর তাদের লতাপাতারা এসেছে আত্মাহুতি আত্মাহুতি খেলতে, একি কম ভন্ডামি?

আপনি বলেছেন আমার লেখার মান যে স্তরে পড়ে তাতে আপনি আমার লেখার কোন সমালোচনা করতে চান না, কিন্তু তারপরও করেছেন এবং এক বছর আগে যখন সবে আমার লেখালেখি শুরু তখনই করেছেন এতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। কিন্তু আপনি আমার লেখার শিরোনামই বুঝতে পারলেন না বা পারেন না কে, কাকে বা কেনো লেখা হয়েছে, আপনার কাছ থেকে গঠনমূলক সমালোচনা কি করে পাবো? কিন্তু আপনি নোংরা কদর্য ভাষায় আমার লেখার সমালোচনা করেন তা আমি চাই না। একজন পাঠক হিসেবে আপনার ভাষার প্রতিবাদ জানানোর অধিকার আমার অবশ্যই আছে, আমি সেই অধিকার শুধু ব্যবহার করেছি তাও শালীনভাবে। আপনি লক্ষ্য করলে দেখতেন ভিন্নমতে শোভা পায় আপনার নাম আমার নয়, যবে থেকে ভিন্নমতে ট্যাবলয়েড যুক্ত হয়েছে আমার কোন লেখা ভিন্নমতে যায়নি, পুরনো দু/একটা লেখা থাকলে থাকতে পারে সেগুলো অনেক আগের কথা, আমার প্রত্যেক লেখার সাথে তারিখ দেয়া থাকে, দেখে নিবেন। আন্তিক ভড়ংবাজরাই ভিন্নমতে লেখা পাঠাবেন, ভিন্নমতের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঘেটে ঘেটে দেখবেন আবার ভিন্নমতেরই সমালোচনা করবেন। একেই বলে বোধহয় গাছেরও খাওয়া আবার তলারও কুড়নো। দুনিয়া কয়দিনের বলবেন আবার নিজদেশ ছেড়ে কাফেরের দেশে যেয়ে বসবেন কারণ কাফেরের দেশে দুনিয়াদারীর সুযোগ সুবিধা মুসলমান দেশের চেয়ে অনেক ভালো। আল্লাহর নামে এমন কোন কর্ম নেই যা করতে পিছপা হন আস্তিকরা। কিন্তু নাস্তিকরা ভিন্নমত থেকে নিজেকে নীরবে দূরে সরিয়ে নিবেন, বিবেকের বিরুদ্ধে যে জিনিস যায় তা থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন তবে হ্যাঁ ঢাক-ঢোল হয়ত তার জন্য পিটাবেন না। হয়তো বলতে পারেন নাদানদের জ্ঞানের আলো দেখাতে এসেছেন কিন্তু নেটে যারা আসেন তারা নিজ দায়িত্বে আসেন, তাদেরকে জোর করে জ্ঞানের আলো দেখানোর কিছু নেই। আলো বিতরণের জন্য অনেক ওয়েব সাইট আছে সেখানে একে অপরকে আলো বিতরণ করলেই পারেন। আর আপনার একথাটা ঠিক আমি অবশ্যই এ বির্তকে না জড়ালে পারতাম নিজেকে, আপনি আপনার মতো অশ্লীল লেখা চালিয়ে যেতেন, কিন্তু কারো না কারোতো এগিয়ে আসা উচিত ভেবেই আমি আমার মাথাটা পেতে দিলাম। যাদের বাবার নামের পরোয়া থাকে তারা নিজের আত্মাহুতি দিয়েও বাবার নাম টিকিয়ে রাখেন সেটাতো আপনার মতো বিজ্ঞজনের জানা থাকার কথা। নিজে বাচলে বাপের নাম একথাটাই যদি বিশ্বাস করেন তাহলেতো আত্মাহুতি দেয়ার প্রশ্নই আসে না, যেখানে আস্তিকরা আত্মাহুতি দেয় বলে আপনি গর্ব প্রকাশ করলেন, আপনিই কি আপনার এক পয়েন্ট থেকে অন্য পয়েন্টে কন্ট্রাডিক্টারী করেছেন না?

মিথ্যা অপবাদ আপনাকে দেয়া হয়েছে কিনা তা আপনার লেখাই প্রমাণ করবে। উদ্দেশ্য প্রনোদিত লেখা আপনাকে লেখার কি কারণ আছে সেটার ব্যাখ্যা পেলাম না বলে হতাশ হয়েছি। আপনার এই বাক্যটি রাজনীতিবিদ্যন যেমন একে অন্যের উদ্দেশ্যে অকারনেই জোশ আনার জন্য বলতে থাকেন ‘তারা ষড়যন্ত্রকারী’ সেই রকম ফাকা বুলি মনে হলো। আপনারা লেখা যদি মুক্তমনাতে না ছাপা হতো তাহলে আপনি বলতে পারতেন যে আমি উদ্দেশ্যপ্রনোদিত কোন কাজ করেছি। সেটাতো হয়নি। আপনার ভাষারীতি সংযত করার বিনয়ী অনুরোধ কেন উদ্দেশ্যপ্রনোদিত হবে? তবে উদ্দেশ্য একটা অবশ্যই আছে, আমরা যেহেতু ‘নানা মুনীর নানা মতের’ প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাই প্রত্যেকের চিন্তাকে লেখাকে সবার কাছে পৌঁছে দিতে চাই। সেই লক্ষ্যেই আপনাকে এই অনুরোধ করেছি কারণ মুক্ত মনায় গাইড লাইন আছে ব্যক্তিগত আক্রমণ ছাপা হবে না। আপনি নিজে মুক্তমনা ওয়েব পেজের বা দিকে ক্লিক করে কষ্ট করে একটু পড়ে নেবেন গাইড লাইনগুলো। ভবিষ্যতে যেনো আপনাকে আমাদের মুক্তমনা থেকে না হারাতে হয় সেই লক্ষ্যে এই আহ্বান ছিল। আপনি যদিও আমাদের কুৎসিত ভাষায় একরকম গালাগালি লিখে পাঠিয়েছেন কিন্তু আমি কি কোন কদর্য কথা আপনাকে লিখে পাঠিয়েছিলাম? ভেবে দেখবেন। লেখা ছাপা না হলে অনেকেই রাগ করেন কিন্তু ছাপা হওয়ার মতো লেখা / ভাষা, ছাপানোর জন্য যারা বসে আছেন তারা নিজ গরজেই ছাপিয়ে দেন। বরং উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে আপনিই বারবার বলেছেন আমি ইন্টারনেটের লেখক পাঠকদেরকে ‘কুকুর’ বলেছি, কিন্তু ‘কুকুর’ বলেছি আমি আমাদের নিজেদেরকে যাদের আপনি ‘মানুষ’ হয়ে কামড়াতে আসেন, যেটা হয়তো আপনার মতো জ্ঞানীকে শোভা দেয় না। কবিতার লাইন দুটো আমি ব্যবহার করেছি বটে কিন্তু এই কবিতা আমার লেখা না আর যিনি এই কবিতা লিখেছেন তাকে আমি অত্যন্ত বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ মনে করি, তিনি নিশ্চয়ই অনেক ভেবে কুকুরের উপমা ব্যবহার করেছেন এবং এই কবিতাটা স্কুল কলেজে শিক্ষকদের দ্বারা এভাবেই ব্যাখ্যা হয়ে থাকে আর সেখানে আমার কোন ভূমিকাই নেই। আমার ধারণা ছিল আমার লেখা আপনি না বুঝলেও কবির কথা হয়তো বুঝতে পারবেন। তবে আপনার উদ্দেশ্য যে দেলোয়ার হোসেন সাইদীর মতো উত্তেজক কথাবার্তা বলে, সস্তা উত্তেজনার সৃষ্টি করা, তা পাঠকরা নিশ্চয় বুঝতে পারবেন। আপনি যে আমাদের অনেককেই এখানে কুকুরের চেয়ে বেশী কিছু ভাবেন না তা আপনার স্বদস্তোত্তিতেই বুঝিয়ে দিলেন, ‘যেমন কুকুর তেমন মুগুর’ এ আপনার মন্তব্য। আপনাকে একজন মূর্খ বলল আপনি তার স্বদস্ত উত্তর দিলেন তাকে কুকুর বলে খুব কি পার্থক্য হলো?

এছাড়াও আপনি বলেছেন আমার লেখা যারা পড়ে এবং তাদের মূল্যবান মন্তব্য আমাকে পাঠায় তাদের কাউকেই আপনি আপনার স্তরের মনে করেন না (স্তরটা কি উপরের দিকের না নীচের দিকের তা অবশ্য আপনি উল্লেখ করেন নি)। আপনার দস্তোক্তি, বয়স আর হামবড়া ভাবের কারণে আমি ধরেই নিচ্ছি স্তরটি উপরের দিকে, তবে এখানে কে কাদের ‘কুকুর’ বলতে চাইছে, আমি না আপনি?

বেশীর ভাগ আস্তিকরাই বেশী মিথ্যাচার করেন, অন্যায় করেন কারণ তারা তারপর নামাজের দ্বারা সেটা ব্যালান্স করে ফেলবেন, আর নিজেরা অপরাধ করে ভাবেন আল্লাহর ইচ্ছা, আল্লাহই করাচ্ছেন। বেশী অপরাধ করলে কস্ট করে হজরে আসওয়াদে যেয়ে চুমু খেয়ে আসেন, ক্ষমা নিয়ে আসার জন্য। প্রতি বছর হজ্জে বা ইজতেমা যাওয়ার এতো ভীড় কেনো? পাপই যদি না করে তবে এতো ক্ষমা চাওয়ার কান্নাকাটি বা ভড়ং কিসের? আর বেশীরভাগ আস্তিকরা যেহেতু বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থাকে, মানুষ সবকিছুকেই ফাকি দিতে পারে নিজের বিবেককে ছাড়া, জানে যা করছে তা অন্যায় তাই নিজ দায়িত্বেই বিরত থাকে। আস্তিকরা অন্যায় করা থেকে বিরত থাকতে চায় কারণ আল্লাহ না করেছে, কিংবা গুনাহ হবে আর নিদেন পক্ষে করে ফেললেও আল্লাহ মাফ করণেওয়ালাতো আছেনই, তারা নিজেদের মস্তিক, বিচার বুদ্ধি আচারের বোয়ামে বন্ধ করে রেখে রোবট সেজে থাকেন আর আস্তিক করা নিজের বিবেচনা, বুদ্ধি ব্যবহার করেন তারা জানেন অন্যায় - অন্যায়ই হয় আর কোথাও তার ক্ষমা নেই। কোথাও যেয়ে তা ব্যালান্স করার নেই, নিজের কাছে বিবেকের কাছে তারা দায়বদ্ধ থাকেন। আর্ট-কলার আধার হলো মানুষের বাস্তব জীবনের চরম সত্য তাই আস্তিকরা সেটাকে অনেক মূল্য দেন। একখানা বই নিয়ে হাজার বছর ধরে মারামারি করার থেকে যেটা অনেক সুস্থ। কথায় বলে চায়ের থেকে কেটলি গরম থাকে। যাদের কাছে এই বই এসেছে যারা এর প্রধান দাবীদার সেই আরবদের এখনও সভ্য বলে পৃথিবীতে গন্য করা হয় না, অমূল্য বৈজ্ঞানিক ধর্মগ্রন্থ পকেটে রেখে এখনও কোন ধরনের আলোর সন্ধান নিজেরা করতে পারেনি কিংবা অন্যক দিতে পারেনি, অথচ সেই বই পড়ে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আমরা সভ্য আর সুরুচি সম্পূর্ণ হয়ে উঠলাম? এটা কি করে সম্ভব হলো? একদল ধর্মের আড়াল নিয়ে ভড়ংবাজ আর অন্যদল ভড়ংহীন। যাদের কোন বই নেই বা বই নিয়ে মাথা ব্যাথা নেই তারা আছেন যার যার সীমানায় শান্তিতে। বই যাদের কাছে আছে, বইয়ের গরমেই হবে সম্ভবত একজন আর একজনের উপরে গিয়ে সারাক্ষণ ঝাপিয়ে পড়ে। বই যার মুল্লুক তার। অন্যদের মতো আমিও কোরানের অনেক আয়াতের প্রতিবাদ দীপ্তকণ্ঠে করি। এ কেমন ধর্মগ্রন্থ যার অনুসারীরা শুধু নিজেদের মা-বোনদের প্রতি সম্মানের কথা বলে, অন্যের মেয়েরা কি ভেসে এসেছে? তারা কারো মা-বোন নয়? তাদের প্রতি সম্মান দেখানোর কোন প্রয়োজন কারো নেই তাহলে? তাদের সাথে যেমন ইচ্ছে তেমন করা যাবে? এই জন্যই আস্তিকরা আজও পর্যন্ত গৃহপরিচারিকাদের তাদের অত্যাচার থেকে রেহাই দেন না, দিবেনইবা কেনো? কোন যুক্তিতে? তারাতো ঔরসজাতো নয় আর মা-বোন ও নয়। কিংবা যেখানে সুযোগ পান নিজ পরিবারের বাইরে সেখানেই অপকর্ম ঘটিয়ে ফেলেন মা-বোনের বাইরে হলেই হলো, সীমানাতো আকাই আছে। বিবেকের তো দরকার নেই কারণ বইয়ে লেখা আছে। সেইজন্যই অপকর্মের হোতারা শতকরা নব্বইভাগ দাড়ি, জোকাধারী হয় কারণ বইটা ঝরঝরে মুখস্থতো। আপনার আয়াতের সাথে আমার বক্তব্য আপনিই মিলিয়ে নিবেন। যেহেতু আমি আমার লেখার প্রতিটি লাইনকেই মূল্যবান মনে করি তাই হাই লাইট করার কোন প্রয়োজনবোধ করছি না। তবে হ্যাঁ, যাদের জন্য (আরবদের) মুহম্মদ এধরনের আয়াতের বা আইনের বা লেখার সাহায্য নিয়েছিলেন তারাতো সে রকম পশুই ছিল (আছে এখনও) তাই মুহম্মদের এ ধরনের জিনিস লেখার প্রয়োজন হয়েছিল, বনের পশুর সাথে পার্থক্য রাখতে। অন্যরা এধরনের আইন, আয়াত ছাড়াই নিজেদেরকে বিরত রাখতে পারেন। যখন কোরান ছিল না, এই মূল্যবান আয়াত ছিল না তখনও এই সভ্য বিশ্বের অনেকেই যে যুক্তিতে মা-বোনদের কাছে যেতেন না, নিজ বিবেক-বিবেচনা রুচির যুক্তিতে আজও তারা সেই যুক্তিতেই যাচ্ছেন না। দার্শনিক আহমেদ শরীফ বলেছিলেন ‘ধর্মের বেড়া দরকার গরু-ছাগলগুলোকে ফসল খাওয়া থেকে বিরত রাখতে, আমিও তার মতোই বলছি আরবের বর্বরদের জন্য কোরানের আর এসব আয়াতের দরকার ছিল, বিবেক-বিবেচনাতো নেই থাকলেতো আয়াতের প্রয়োজনই হতো না, সৎপুত্রের বউদের নিয়েও কথা হতো না। প্রাচীন কালেও যেসব জায়গায় নবী আসতেন না, ওহী আসতেন না সে সব জায়গায়ও সৃষ্টির আদিকাল থেকেই বহু মানুষ সুস্থ সামাজিক জীবন-যাপন করতেন এবং এখনও করছেন। মা-বোনদের উপর ঝাপিয়ে পড়ার রীতি ছাড়াই। আর আরবরাতো তা জেনেছে মাত্র চৌদ্দশ বছর আগে আর আরবের অনুসারীরা তারও পরে।

কোরান যেটা ঐশ্বরীগ্রন্থ যেখানে সমস্ত জীবন ব্যবস্থা থাকার কথা বলা হয় তার উল্লেখযোগ্য অংশ শুধু এই এক জিনিস বোঝাতে বোঝাতে গেল ভাবলেই অবাক লাগে তারমানে কি এই যে মুহম্মদ তথা

আরববাসীদের কাছে জীবনের সংজ্ঞায় ছিল এইই। তাই হবে হয়তো, নইলে এতো পাওয়ারফুল বই থাকা সত্ত্বেও আরবরা আজো যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই কি করে পড়ে রইলেন? বয়স হয়নি বলেই মুরুব্বীদের কাছে শিখতে এসেছিলাম কিন্তু মুরুব্বিদের শিক্ষা দেয়ার যে হাল দেখছি তাতে জীবনানন্দ দাশের কবিতার সাহায্য নিতে হয়, ‘বলো দেখি কোথা যাই, কোথা গেলে শান্তি পাই’ ? মুরুব্বীরা এই ধর্মের আফিম খাইয়ে খাইয়ে দেশ আর জাতির আজ যে করুন অবস্থা টেনে এনেছেন তার পরিনতি আজ সারাবিশ্ব দেখছে। কর্তাদের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নেয়া হয়েছে ‘মডারেট মুসলিম রাষ্ট্র’, মানে সারা গায়ে মারলেও কানে ধরে নাই, সম্মানটুকু ভিক্ষা দিয়েছে। আজকালকার মডারেট মুরুব্বীরা বহু ভড়ং বের করেছেন মডারেট বৈজ্ঞানিক ইসলাম প্রচারের, কোরান শুদ্ধ আর বাকী ভুল। যে ধর্মগ্রন্থের অধর্কের বেশী গেছে এই এক কথা বলে বলে তার আর শুদ্ধ ভুল কি? আকাশ মালিক সাহেব কি আপনার কথার জবাব দিতে পারেন নাই, নাকি আপনাকে নীরব অবজ্ঞা দিয়ে দূরে সরে গেছেন, সেটাওতো একটা প্রশ্ন, যেটাকে আপনি হয়তো নিজের জয় বলে ভাবছেন। আকাশ মালিক সাহেব বেচারাইবা কি করবেন, সৃষ্টির আদিকাল থেকেই সাধুরা উলঙ্গ হয়, কিসের সে উন্মাদনা যা সাধুদেরকে উলঙ্গ করে তোলে?

আপনি আপনার লেখায় আপনার ছেলের নাম লিখেছেন, খুব সুন্দর ইসলামী নাম আপনার ছেলের কিন্তু এটা লিখে আপনি কি প্রমাণ করতে চেয়েছেন তা বুঝতে পারলাম না। এখানে যারা লেখেন তারা তাদের বাপ-দাদা সবার নাম ঠিকানা দিয়ে দিলে পাঠক সমাজ তার দ্বারা কি উপকৃত হবেন? উদ্দেশ্যতো লেখা নাকি লেখকের নাম? আমি জানি ‘জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো’। ধরা যাক একজনের বাবার নামই নেই, যে হয়তো পথে ছিল কিন্তু সে সমাজের জন্য জীবন উৎসর্গ করল, তার দ্বারা মানব সমাজ এমন কিছু পেলো যা অনেক নামী বাবার সন্তান থেকে পায় নি তাহলে এক্ষেত্রে কি দেখবে সত্যতা বাবার নাম নাকি কর্ম? এটাই বোধহয় মানব সত্যতার দুর্ভাগ্য যে অনেক সময় কর্ম থেকে নাম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় কোথাও। এখানে অনেকেই হয়ত ছদ্ম নামে লেখেন কিন্তু তার কারণটা কি? তার মূল কোথায়? পৈত্রিক প্রাণটাতে সবারই প্রিয়। ইসলামী জোশের কাছে না প্রাণটা চলে যায় সে জন্যই হয়তো আবরন নেন। হুমায়ূন আজাদের মৃত্যু বিভীষিকা হয়তো এখনো অনেকেই ভুলতে পারেন না। তাসলিমা নাসরীন আর সালমান রুশদীতো পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। আস্তি কদেরতো মুক্তমনাদের তরফ থেকে অন্তত সেই হুমকি নেই। আর কথায় কি কি আছে সেগুলো ভুলে যেয়ে আপনি বরং একটু অন্যদিকে চোখ খুলুন, তাহলে দেখতে পাবেন যে মায়েরা শুধু দুহাত নয় বরং অনেক হাতই আগাচ্ছে। একজন কল্পনা চাওলা নাসার নভোযানে করে মহাবিশ্বও পাড়ি দিয়ে এসেছে, একজন বন্যা আহমেদ বিবর্তনের সিরিজ লিখছেন, একজন মাদার তেরেসা বিশ্বকে মানবতার পথ দেখিয়েছেন, একজন মাদাম কুরী তার মৌলিক আবিষ্কার দ্বারা সভ্যতাকে সামনে নিয়ে গেছেন, একজন মার্গারেট থ্যাচার আজও রাজনীতিতে সুরণীয়, এমনি করে হাজারো মায়ের নাম উল্লেখ করা যাবে। বেচারী মায়েরা ঘরে কি করে থাকবে? দাদাজান, বড়বাবা, বড়দাদারা যে পুরোন বইটা পড়া আজ অবধি শেষ করতে পারল না। আর আপনার চ্যালেঞ্জ নিয়ে ছোটবেলার একটা হাসির গল্প মনে পড়ল। সবলের ঘুমির পর ঘুমি খেয়েও দুর্বলের দুর্বল আত্ননাদ ‘দেতো দেখি আর একটা’। আজকাল বই বিশ্বাস করা মানুষদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বাস্তব অবস্থান যখন আপনার বোধদয় করতে পারেনি তখন দুনিয়ার সমস্ত মানুষ জড় হলেই আপনার বোধহয় হয়ে যাবে? ঘুমির পর ঘুমিতেও যখন হচ্ছে না ??? আপনিই ভেবে দেখুন।

পরিশেষে একটা কথা লিখে শেষ করছি কোন বই বা শক্তি সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবে, কেউ আছেন কোথাও যে সমস্ত সময় আগলে রাখবেন এমন কিছু যদি বিশ্বাস করতে পারতাম তবে সবচেয়ে সুখী হতাম নিজে। সমস্ত কিছু তার উপর চাপিয়ে দিতাম নিজে থাকতাম আরামে। কিন্তু এখন অন্যায় করলে মনতাপে পুড়ি নিজে, বাবা-মা থেকে শুরু করে জীবনের সমস্ত দায়িত্ব নিজের মাথায়। সমস্ত কিছুর জন্য নিজেকে রেসপনসিবল ভাবতে অনেক শক্তি লাগে কারণ নইলেতো সব আস্তিকদের মতো ঐশ্বরিক শক্তির উপর ন্যস্ত করতে পারতাম। মনকে এবং বিবেককে সমস্ত কিছুর উপর তোলার জন্য অনেক সবল হতে হয়। জীবনের কথা বললে হয়তো অনেকেই পাশে পাওয়া যায় আর শুধু কেতাবী বুলি নিজেকে একা করে দেয়, লেখক সে এখন নিজেকে যে স্তরেরই লেখক ভাবুন না কেনো।

তানবীরা তালুকদার

২৮।০৭।০৬